তারিখ 12 MAY 2015
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

দৈনিক
ইত্তেফাক

উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক বিষয়ে

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে ছাত্রছাত্রীদের বর্তমানে ১৩০০ নম্বরের বিষয় নিয়ে পড়তে হয়। শোনা যাচ্ছে, আগামীতে 'শারিরীক শিক্ষা' নামে আরো একটি বিষয় (১০০ নম্বরের) অন্তর্ভুক্ত হবে। তখন তাদের ১৪০০ নম্বরের বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদেরকে ১৪০০ নম্বরের ১৪টি সাবজেক্ট বা বিষয় পড়তে হচ্ছে দুই বছরে কিন্তু পরীক্ষা হচ্ছে সনাতন পদ্ধতিতে দুই বছর শেষে একসঙ্গে। এতে প্রায় আড়াই/তিন মাস ধরে পরীক্ষা নিতে হয়। ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য সপ্তাহে মাত্র দুটি পরীক্ষা (মাঝে বিরতি দিয়ে) নিচ্ছেন কর্তৃপক্ষ। যদি সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা হতো তবে প্রতি বছর ৭টি বিষয়ে (৭০০ নম্বরের) পরীক্ষা হতো; এতে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার বোঝাও হালকা হতো এবং সময়ও কম লাগত। স্নাতক (অনার্স এবং পাস) শ্রেণিতে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু রয়েছে। এছাড়া এ পদ্ধতি অনেক আগে থেকেই কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে (বিএম শাখায়) এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে (এইচএসসি শাখায়) চালু রয়েছে। ওদিকে স্নাতক (পাস) শ্রেণিতে প্রথম বর্ষে ইংরেজির পরিবর্তে 'বাংলাদেশের অভ্যুদয়' নামে একটি নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং ইংরেজিকে স্থান দেওয়া হয়েছে তৃতীয় বর্ষে। ইংরেজিতে বিষয়ে ছাত্রছাত্রীরা অধিক হারে অকৃতকার্য হয়। ছাত্রছাত্রীরা প্রথম বর্ষে অকৃতকার্য হলে তারা পরপর দু বছর পরীক্ষা দেবার সুযোগ পাবে। এতে তাদের কোনো ইয়ার লস হবে না (সেমিস্টার পদ্ধতি হবার কারণে)। কিন্তু তৃতীয় বর্ষে অকৃতকার্য হলে তাদের ইয়ার লস হবে। এমন নিয়ম সেমিস্টার পদ্ধতির শুরুতে একবার করা হয়েছিল। কিন্তু আলোচনা-সমালোচনার কারণে তা প্রথম বর্ষে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়। পরিশেষে, সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে দুটি বিষয়েই ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ করছি।

ড. আশরাফ পিন্টু,
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা,
মনজুর কাদের মহিলা ডিগ্রি কলেজ,
বেড়া, পাবনা